মজমুয়া

ফাতাওয়ায়-আমিনিয়া

অষ্টম ভাগ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শায়খুল মিল্লাতেউদ্দীন,
ইমামুলহুদা, হাদিয়ে জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর, শাহ্ সুফী
আলহাজ্জ হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত—

জেলা উত্তর ২৪পরগণা বসিরহাট মাওলানাবাগ
নিবাসী খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির
মুবাহিছ ও ফকিহ, আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও

তদীয় ছাহেবজাদা হজরত মাওলানা—

মোঃ আবদুল মাজেদ রহঃ এর পুত্র

মোহাম্মদ মনিরুল আমিন কর্ত্তৃক প্রকাশিত

তৃতীয় সংস্করণ সন ১৪০৭ সাল মূল্য—২০.০০ টাকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ☆

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام علے رسوله سيدنا محمد و اله و صحبه اجمعين ☆

মজমুয়া

ফাতাওয়ায়-আমিনিয়া

—⁘ ✻ ⁘—

অষ্টম ভাগ

ঈদের বার তকবিরের সমস্ত হাদিছ জইফ

মাছায়েলে-জরুরিয়ার ১২৮ পৃষ্ঠায়, হেদায়েতুল মোকাল্লেদীনের ৮৯-৯০ পৃষ্ঠায় ও বোরহানে-হকের ২৬-২৭-২৮ পৃষ্ঠায় ঈদের বার তকবিরের সম্বন্ধে কয়েকটি হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু উহার একটি ও ছহি নহে।

১ম, আবু দাউদ ও এব্‌নে মাজা আমার বেনে শোয়ায়েবের ছনদে বার তকবিরের একটি হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন। এমাম তিরমিজী বলেন, এমাম বোখারি এই হাদিছকে ছহি বলিয়াছেন। নাছ্‌বোররায়াহ্ ইত্যাদি কেতাবে আছে, এমাম ছয়ীদ কাত্তান বলিয়াছেন, এমাম মোখারির মত যুক্তিযুক্ত নহে ; কেন না এই হাদিছের এক জন রাবির নাম আবদুর রহমান তায়িফি ; এমাম এহিয়া ময়ীন, আহ্‌মদ নেছায়ী ও আবু হাতেম প্রভৃতি বিদ্বান্‌গণ উক্ত রাবিকে জইফ্ বলিয়াছেন, অতএব এই হাদিছটি জইফ্।

আরও এই হাদিছটি এমাম বোখারির মতেও ছহি হইতে পারে না ;

কেন না ইহার ছনদে আছে, রাবি আম্‌র তাঁহার পিতা শোয়াএব হইতে, শোয়াএব তাঁহার পিতা মোহাম্মদ হইতে এবং মোহাম্মদ জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) হইতে এই হাদিছ শুনিয়াছেন ; কিম্বা শোয়াএব তাঁহার পিতামহ আবদুল্লা হইতে শুনিয়াছেন, কিন্তু আমরের পিতামহ মোহাম্মদ জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কে দেখেন নাই, এবং শোয়াএব তাঁহার পিতামহ আবদুল্লাকে দেখেন নাই, তাহা হইলে এই হাদিছটি মোরছাল কিম্বা মোনকাতা হইবে। এই হেতু এমাম বোখারি ও মোছলেম এই ছনদকে ছহি গ্রন্থে গ্রহণ করেন নাই, এক্ষণে এই হাদিছ এমাম বোখারির মতেও ছহি হইতে পারে না।

২য়, তিরমিজি ও এবনে মাজা, আম্‌র বেন আওফের ছনদে ঈদের বার তকবিরের একটি হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন, এমাম তিরমিজি বলেন, এই হাদিছটি হাছান (উত্তম) এবং এমাম বোখারি ইহাকে সর্ব্বোত্তম বলিয়াছেন।

নাছবোর রায়াহ্ ইত্যাদি কেতাবে বর্ণিত আছে ;—"এমাম সাঈদ কাত্তান বলিয়াছেন, এমাম বোখারির কথার মর্ম্ম এই যে উহা অতিরিক্ত জয়ীফ্ নহে, কিন্তু ইহাতে উহার ছহি হওয়া প্রমাণিত হয় না। এই হাদিছের এক জন রাবির নাম কছির বেন আবদুল্লা, এমাম আহমদ, এহিয়া ময়ীন, নেছায়ী, দারকুৎনি, আবু জোরয়া, শাফিয়ি ও এব্‌নে হাব্বান উক্ত রাবিকে মিথ্যাবাদী, পরিত্যক্ত, বাতীল ও জাল হাদিছ প্রকাশক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এব্‌নে দাহ্‌ইয়া বলিয়াছেন, এমাম তিরমিজি অনেক বাতীল ও জাল হাদিছকে হাছান (উত্তম) বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাও একটি জাল হাদিছ।" ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, এই হাদিছটি ছহি নহে।

৩য়, আবু দাউদ ও এবনে মাজা, হজরত আএশার (রাঃ) ছনদে ঈদের বার তকবিরের একটি হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন। নাছবোর-রায়াহ কেতাবে আছে,—এমাম দারকুৎনি এই হাদিছকে মোজতারেব[১] বলিয়াছেন। এমাম তিরমিজি ও বোখারি উহাকে জইফ্ বলিয়াছেন।

---

(১) যে হাদিছটি কয়েক ছনদে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু প্রথম ছনদে রাবিদের নাম যে তরতিবে বর্ণিত হইয়াছে, অন্যান্য ছনদে তাহার বিপরীত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, উহাকে মোজ্‌তারেব বলে ; এইরূপ হাদিছ জইফ হইয়া থাকে।

৪র্থ, এমাম শাফিয়ী, এমাম জাফরের ছনদে বার তকবিরের একটি হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু ইহা মোরছাল। এই হাদিছের ছনদে মধ্যবর্ত্তী ছাহাবার নাম উল্লেখ নাই, এক জন তাবিয়ী—যিনি জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কে দেখেন নাই, তিনি জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপ হাদিছকে মোরছাল বলে। মোহাম্মদিগনও এইরূপ হাদিছকে ছহি বলেন না, তবে ইহা তাঁহাদের পক্ষে কিরূপে দলীল হইবে?

৫ম, এবনে মাজা, ছাদের ছনদে বার তকবিরের একটি হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন। এমাম আবু হাতেম এই হাদিছকে বাতীল বলিয়াছেন।

উপরোক্ত প্রমাণ সমুহে প্রমাণিত হইল যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) হইতে ঈদের বার তকবিরের কোন হাদিছ ছহি নহে।

অবশ্য মোয়াত্তা মালেকে বর্ণিত আছে যে, হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ঈদের নামাজে বার তকবির পড়িয়াছিলেন, কিন্তু ইহা, একজন ছাহাবার কাজ। মোহাম্মদিগণ ছাহাবার কাজকে দলীল বলিয়া গ্রাহ্য করেন না, নচেৎ তাঁহারা ২০ রাকায়াত তারাবিহ্ পড়িতেন এক্ষেত্রে তাঁহারা একজন ছাহাবার মতে দুই ঈদে বার তকবির পড়িতে পারেন না, অতএব মোহাম্মদিদের পক্ষে বার তকবিরের কোনই ছহি দলীল নাই। আর যদি তাঁহারা এখন হইতে ছাহাবাদের কাজ গ্রহণ করেন, তবে হানাফিগণ যে হাদিছ ও বহু ছাহাবার মতানুযায়ী দুই ঈদে ছয় তকবির পড়িয়া থাকেন, তাহাই বেশী গ্রহণীয় হইবে।

হে সরকার ভাই, আপনি হেদাএতুল মোকাল্লেদীনের ৯০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, বার তকবিরের মত হাদিছে আছে, হানাফিদের ছয় তকবিরের মত কেয়াছ ও মনোক্তি কথা; এখন দেখিলেন ভাই হানাফিদের মত হাদিছ ও ছাহাবাদের তরিকা সঙ্গত, কিন্তু বার তকবিরের মত কোন ছহি হাদিছে নাই।

বিশ রাক্য়াত তারাবিহ্ পড়িবার দলীল।

ছহি বোখারি ও মোছলেম ;—২৬৯ পৃষ্ঠায়

হজরত আএশা (রাঃ) বলেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছঃ) রমজান

মাসে তিন রাত্রে জামায়াত সহ মছজিদে তারাবিহ পড়িয়াছিলেন, চতুর্থ রাত্রে অনেক লোক মছজিদে সমবেত হইয়াছিলেন, কিন্তু জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) মছজিদে আগমন করিলেন না। তৎপরে তিনি ফজরের নামাজ পড়িয়া বলিলেন, আমি গত রাত্রে এই আশঙ্কায় মছজিদে আসি নাই, নাজানি তারাবিহ্ নামাজ তোমাদের প্রতি ফরজ হইয়া যায়। ছহি আবু দাউদ তিরমিজি, নাছায়ী ও এব্নে মাজা ;—হজরত আবুজার বলেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) রমজানের ২৩, ২৫ ও ২৭ এই তিন রাত্রে মছজিদে জামায়ত সহ তারাবিহ্ পড়িয়াছিলেন।

ছহি বোখারি, ২১৮ পৃষ্ঠা ঃ—

عن عبدالرحمن قال خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة فى رمضان الى المسجد فاذا لناس اوزاع متفرقون يملى الرجل لنفسه ويصلى الرجل فيصلى بصلوته الرهط فقل عمرانى ارئ لرجمة هئو لاء على قارئ واحد لكان امثال ثم عزم فجعهم على ابى بن كعب قال ثم خرجت معه ليلة اخرى والناس يصلون بصلوة قارئهم قال عمر نعمت البدعة هذه ☆

হজরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলিয়াছেন, রমজান শরিফের কোন রাত্রে হজরত ওমারের (রাঃ) সহিত মছজিদে গমন করিয়া দেখিলাম, ছাহাবাগণ ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া কেহবা একা তারাবিহ্ পড়িতেছেন, আর কেহ বা অল্প জামায়াত সহ তারাবিহ্ পড়িতেছেন ; ইহাতে হজরত ওমার (রাঃ) বলিলেন, আমি অনুমান (কেয়াছ) করি যদি এই সমস্ত ছাহাবাকে একজন কারীর পশ্চাতে তারাবিহ্ পড়াইবার ব্যবস্থা করিতে পারি, তবে অতি উত্তম কাজ হইবে। তৎপরে তিনি স্থির সঙ্কল্প হইয়া সকলকে হজরত ওবাই বেনে ছাবের পশ্চাতে তারাবিহ্ পড়িবার ব্যবস্থা করিলেন। হজরত আবদুর রহমান বলেন, তৎপর আর এক রাত্রে হজরত ওমারের (রাঃ) সহিত মছজিদে আসিয়া দেখিলাম, সমস্ত ছাহাবা একজন করীর পশ্চাতে

তারাবিহ্ পড়িতেছেন, ইহাতে হজরত ওমার (বাঃ) বলিলেন "এই নূতন কাজটী অতি উত্তম।"

মোয়াত্তায় মালেকে বর্ণিত আছে, হজরত ওমার (রাঃ) প্রথমে ৮ রাকায়াত তারাবিহ্ ও তিন রাক্য়াত বেতের পড়িতে হুকুম করিয়াছেন।

অবশেষে হজরত ওমারের হুকুমে ২০ রাকায়াত ও তিন রাকায়াত বেতের পড়া প্রচলিত হইয়াছে।

মোয়াত্তায় মালেকে, ৪০ পৃষ্ঠা ঃ—

عن يزيد بن رومان انه قال كان الناس يقومون فى زمان عمر بن خطاب فى رمضان بثلث وعشرين ركعة☆

এজিদ বেনে রুমান বলিয়াছেন, ছাহাবাগণ হজরত ওমার (রাঃ) খেলাফত কালে রমজান মাসে ২০ রাক্য়াত তারাবিহ্ তিন রাক্য়াত বেতের পড়িতেন।

এমাম বয়হকি 'মায়ারেফাতোছ-দেনান' গ্রন্থে ছহি ছনদে বর্ণনা করিয়াছেন ;—

عن السائب بن يزيد انهم كانوا يقومون على عهد عمرؓ عشرين ركعة وجى عهد عثمانؓ وعلىؓ مثله☆

ছাএব বেনে এজিদ বলেন, নিশ্চয় ছাহাবাগণ হজরত ওমার, ওছমান ও আলির (রাঃ) খেলাফত কালে বিশ রাক্য়াত তারাবিহ পড়িতেন।

মছনদে এবনে আবি শায়বা ;—

عن عطاء قال ادركت الناس يصلون ثلثا وعشرين ركعة بالوتر☆

আতা বলেন, আমি ছাহাহাগণকে বিশ রাক্য়াত তারাবিহ তিন রাক্য়াত বেতের পড়িতে দেখিয়াছি। আরও উক্ত গ্রন্থে আছে, হজরত ওবাই বেনে কায়াব মদিনা শরিফে ছাহাবাগণের সহিত বিশ রাক্য়াত তারাবিহ পড়িতেন।

হজরত ওমার এক ব্যক্তির উপর ছাহাবাগণকে লইয়া বিশ রাকায়াত তারাবিহ পড়িবার হুকুম করিয়াছিলেন। এইরূপ হজরত আলি হইতেও বর্ণিত হইয়াছে।

মূল কথা এই যে, রমজানের ত্রিশ রাত্রে বিশ রাকায়াত করিয়া তারাবিহ মছজিদে জামায়াত সহ পাঠ করা হজরত ওমরের (রাঃ) হুকুমে প্রচলিত হইয়াছে এবং এই মতের উপর ছাহাবাদের এজমা হইয়া গিয়াছে।

মেশকাত, ৩০ পৃষ্ঠা ঃ—

فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الرشدين المهدين تمسكوابها وعضوا عليها بالنواجذ☆

এমাম আবু দাউদ, আহমদ, তিরমিজি ও এবনে মাজা বর্ণনা করিয়াছেন যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা আমার ছুন্নতকে ও আমার সত্যপরায়ণ ও ধার্ম্মিক খলিফাগণের ছুন্নতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, উহা এমনভাবে ধারণ কর, যেমন কোন বস্তু দন্ত দ্বারা ধরা যায়।

মেশকাত, ৫৭৮ পৃষ্ঠা ঃ—

عن النبى صلعم قال اقتدوا بالذين من بعدى من اصحابى ابى بكر وعمر ☆

এমাম তিরমিজি বর্ণনা করিয়াছেন, "জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) ফরমাইয়াছেন, আমার পরে যে ছাহাবাগণ (খলিফা হইবেন) তাঁহাদের বিশেষতঃ (হজরত) আবুবকর ও ওমারের (রাঃ) পয়রবি কর।"

হজরত ওমারের (রাঃ) হুকুমে ও ছাহাবাগণের এজমাতে যে বিশ রাকায়াত তারাবিহের প্রচলন হইয়াছে, উহা উপরোক্ত হাদিছ দ্বয় অনুযায়ী নিশ্চয় ছুন্নত হইবে।

মৌলবী আব্বাছ আলি ছাহেব বরকোল মোয়াহেদিনের ৬৪/৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, হজরত ওমার (রাঃ) বা ছাহাবাদের কাজ ছুন্নত। এক্ষেত্রে তাঁহার মতানুযায়ী বিশ রাকায়াত তারাবিহ নিশ্চয় ছুন্নত হইবে।

ছহি বোখারীর ১০৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, "হজরত নবি করিম (ছাঃ) হজরত আবুবকর এবং ওমারের (রাঃ) সময় পর্য্যন্ত জুমার এক

আজান ছিল। তৎপরে হজরত ওছমান (রাঃ) লোকাধিক্য বশতঃ "জওরা" নামক স্থানে আর এক আজান বেশী করিয়া ছিলেন।" মোহাম্মাদিগণ জুমার দিবস দুই আজানকে ছুন্নত বলিয়া স্বীকার করেন ; এরূপ ক্ষেত্রে হজরত ওমার কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত বিশ রাকয়াত তারাবিহ কি জন্য ছুন্নত হইবে না?

মৌলবী আব্বাছ আলি ছাহেব মাছায়েলে জরুরিয়ার ১৮ পৃষ্ঠায় মোয়াত্তায় মালেক হইতে প্রমাণ আনিয়াছেন যে, ঈদের গোছল করা ছুন্নত, কিন্তু উহা কোন হাদিছ নহে, কেবল হজরত ওমারের (রাঃ) পুত্র আবদুল্লার কাজ। পাঠক, মোহাম্মাদিগণ হজরত আবদুল্লার কাজকে ছুন্নত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু সেই মোয়াত্তায় মালেকে লিখিত আছে যে, উক্ত হজরত আবদুল্লার পিতা হজরত ওমার (রাজি) ও সমস্ত ছাহাবাগণ বিশ রাকায়াত তারাবিহ পড়িতেন। সুতরাং ইহা যে ছুন্নত হইবে না, এ কিরূপ বিচার বা কিরূপ মত?

এক্ষণে যাহারা বিশ রাকায়াত তারাবিহ ছুন্নত বলিয়া অস্বীকার করেন, তাহাদিগকে জুমার এক আজান দেওয়া আবশ্যক, আরও কেবল রমজানের তিন রাত্রে তারাবিহ পড়িয়া অপর সমস্ত রাত্রের তারাবিহ পড়া ত্যাগ করা আবশ্যক, কেননা উহা জনাব হজরত নবি করিম হইতে সাব্যস্ত হয় নাই।

মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ ছাহেব দেহলবী (কদঃ) ফাতাওয়ায় আজিজির প্রথম খণ্ডে (১১৯ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন ঃ—

دربـاب تـراويـح چنانچه اين حديث صحيح واقع شده كه ماكان شـديد فـى رمضـان ولا فـى غيره على احدىٰ عشـرة ركعة همـچنـان ين احاديث هم محيحه وارد شده اندكه قالت عايشةؓ كـان رسـول الله صلعم يجتهد فى رمضان مالا يجتهد فى غيره

رواه مسلم وعنها رض كان اذا دخل العشرة الاخرة من رمضان احيا ليلته وايقظ اهله وجد وشد الميز رواه البخارى ومسلم وابودائود و النسائى وعن النعمان بن بشير قال قمنا مع رسول الله صلعم فى شهر رمضان ليلة ثلث وعشرين الى نصف الليل ثم قمنا معه ليلة سبعة وعشرين حتى ظننا ان لا ندرك الفلاح اى السحور بس وجه تطبيق درميان اين روايات كه مريح دلالت بو زيادتى وكيفى وكمى قال آنحضرت صلعم دررمضان برغير ان ميكنند ودران روايت محمول بونماز تهند است كه دررمضان وغير روايت يكسان بود غاليا بعدد يازده ركعت مع الوتر ميرسيد دليل بعين حمل انست كه راوى اين حديث ابوسلمه است درتتمة اين روايت ميكويد كه قالت عائشة فقلت يارسول الله صلعم اتنام قبل ان توتر قال يا عائشة ان عينى تنامان ولا ينام قلبى كذا رواه البخارى ومسلم وظاهر است كه نوم قبل از وتر در نماز تهجد متصور ميشود نه درغير ان وروايات زياده محمول برنماز تراويح است كه هر عرف ان وقت بقيام رمضان معبر بود☆

ছহি বোখারী ও মোছলেমের হাদিছে হজরত আএশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কি রমজান মাসে, কি অন্য মাসে ১১ রাকয়াতের বেশী নামাজ পড়িতেন না। এইরূপ ছহি

মোছলেমে হজরত আএশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, "জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) অন্য মাস অপেক্ষা রমজান মাসে বেশী এবাদত (নামাজ পড়া ইত্যাদি) করিতে চেষ্টা করিতেন।" ছহি বোখারি, মোছলেম, আবুদাউদ ও নেছায়ীতে হজরত আএশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, "জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) রমজান শরিফের শেয দশ তারিখে রাত্রি জাগরণ করিতেন, আপন পরিজনকে জাগাইতেন এবং এবাদৎ, নামাজের জন্য বেশী চেষ্টা করিতেন।"

"নোমান বেনে বশির বলিয়াছেন, আমরা জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) সহিত রমজান শরিফের ২৩শে রাত্রে রাত্রির এক তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত তারাবিহ পড়িয়াছিলাম, তৎপরে তাঁহার সহিত ২৫শে রাত্রে অর্দ্ধেক রাত্র পর্য্যন্ত তারাবিহ পড়িয়াছিলাম। তৎপরে তাঁহার সহিত ২৭শে রাত্রে এত সময় পর্য্যন্ত তারাবিহ পড়িয়াছিলাম যাহাতে আমাদের ধারণা হইয়াছিল যে, সেহরি খাইবার অবসান পাইব না।" প্রথমোক্ত হাদিছে প্রমাণিত হইল যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) রমজান শরিফের রাত্রে ১১ রাকায়াতের বেশী নামাজ পড়িতেন না। আর শেষোক্ত তিনটি হাদিছে উহার বিরুদ্ধে প্রমাণিত হইল যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) রমজান শরিফের রাত্রে অন্য সময় অপেক্ষা অনেক বেশী নামাজ পড়িতেন। এই বিরোধ ভঞ্জন এইভাবে হইবে যে প্রথম হাদিছের মর্ম্ম এই যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বার মাস আট রাকয়াত তাহাজ্জুদ ও তিন রাকায়াত বেতের পড়িতেন। ইহার দলিল এই ;—ছহি বোখারি ও মোছলেমের হাদিছের শেষাংশে বর্ণিত হইয়াছে, 'হজরত আএশা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রছুলোল্লাহ, আপনি বেতের পড়িবার অগ্রে নিদ্রায় যান কি না? জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) তদুত্তরে বলিলেন, আমার দুইটি চক্ষু নিদ্রা যায়, কিন্তু আমার অন্তরকরণ নিদ্রা যায় না।" আর ইহাও স্বতঃসিদ্ধ যে, তাহাজ্জদ নামাজ বেতেরের অগ্রে নিদ্রায় যাওয়া স্বভাব সিদ্ধ, কিন্তু তারাবিহ নামাজের অগ্রে নিদ্রায় যাওয়া স্বভাব-বিরুদ্ধ, সেই হেতু প্রথম হাদিছে তাহাজ্জদের কথা বর্ণিত হইয়াছে সুনিশ্চিত। (আরও উক্ত হাদিছে আছে, বার মাস ১১ রাকায়াত নামাজ পড়িতেন, কিন্তু ইহা স্বীকার্য্য বিষয় যে, অন্য ১১ মাসে আট রাকয়াত তাহাজ্জদ ও তিন রাকয়াত বেতের পড়িতেন, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে

যে, রমজানের উক্ত ১১ রাকয়াত তাহাজ্জদ ও বেতের হইবে। আর যদি রমজান মাসে উহাকে তারাবিহ ধরা যায়, তবে অন্য ১১ মাসে তারাবিহ পড়া সাব্যস্ত হইবে, কিন্তু ইহা অমূলক মত।) আর যে তিন হাদিছে রমজান শরিফের রাত্রে বেশী নামাজ পড়িবার কথা বর্ণিত হইয়াছে, উহা তারাবিহ নামাজের ব্যবস্থা, ইহাতে কেয়াম রমজান বলা হইত। উক্ত ফাতাওয়ার ১১৯/১২০ পৃষ্ঠা ঃ—

آمدیم بر آنکه قیام رمضان بچند رکعت ادا میفر مودند درروایات صحیحه مرفوعة تعین عدد نیامده لیکن از الفاظ مذکوره درحدد اجتهاد آنحضرت صلعم معلوم میشود که عددش بسیار بود در مصنف ابن ابی شیبه وسنن بیهقی بروایتابن عباسؓ وارد شده که کان رسول الله صلعم یصلی فی رمضان فی غیر جماعة بعشرین رکعة ویوتر اما بیهقی ابن روایت راتضعیف نموده بآنکه روای ابن حدیث جد ابوبکر ابن

ابی شیبه است حالالکه ابو شیبه جد ابوبکر بن ابی شیبه آنقدر ضعف ندارد که روایت اورا مطورح مطلق ساخته شود آرے اگر معارض او حدیث صحیح می شد البته ۔ ساقط می گشت وقد سبق ان مایتوهم معارضا له اعنی حدیث ابی سلمة عن عایشة المتقدم ذکره لیس معارضا له بالحقیقة فبقی سالما کیف وقد تاید بفعل الصحابةؓ کما رواه البیهقی فی سننه باسناد صحیح عن الثابت بن زیدؓ قال کانو ا یقومون علی عهد عمر بن الثابت بن زیدؓ قال کانو یقومون علی عهد عمر بن الخطاب فی شهر رمضان بعشرین رکعة وری المالك فی

الموطا عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون فى زمان عمرؓ بثلاثه وعشرين وفى رواية باحدى عشرة وبيهقى درين هر دوروايت جمع نمرده است باينطريق كه اول صحابه كرامؓ عدد يازده راكه عدد مشهور تهجد آنحضرت بود درين نماز هم اختيار فرموده بودند للعلة المشتركه بينهما وهو ان كلا منهما صلوة الليل وچون نزد ايشان ثابت شد كة آنحضرت درين قيام زياده ازان عدد ميفر موند وبه عشرين ميرسا نيدند من بعد عدد بيست وسه راختيار كردند وعدد اجماع شده بود بعد ازتحقق اجماع مراعاة ابن عدد هم ازروايات گشت درحق قرون متاخره ☆

এক্ষণে ইহাই বিচার্য্য বিষয় যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কয় রাকয়াত তারাবিহ পড়িতেন। জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) হইতে রাকয়াতের পরিমাণ সম্বন্ধে কোন ছহি হাদিছ বর্ণিত হয় নাই, কিন্তু জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) রমজান শরিফের রাত্রে বেশী চেষ্টা করায় বুঝা যায় যে, রাকয়াতের সংখ্যাই বেশী ছিল।

এবনে আবি শায়বা ও বয়হকি বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) রমজান শরিফে বিনা জামায়াতে ২০ রাকয়াত তারাবিহ ও বেতের পড়িতেন। এমাম বয়হকি বলেন, এই হাদিছের রাবি আবু শায়বা জইফ, কাজেই উক্ত হাদিছও জইফ। কিন্তু আবু শায়বা এরূপ জইফ নহেন যে, তাঁহার বর্ণিত হাদিছ একেবারে পরিত্যাক্ত হইবে। অবশ্য যদি কোন ছহি হাদিছ ইহার বিরোধী হইত, তবে উহা পরিত্যাক্ত হইত। আরও ইতিপূর্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে, আবু ছালমা বর্ণিত হজরত আএশার (রাজিঃ) হাদিছ প্রকৃতপক্ষে ইহার বিরোধী (মোখালেফ) নহে, তাহা হইলে হজরত এবনে আব্বাছ (রাজিঃ) বর্ণিত বিশ রাকায়াত তারাবিহ নামাজের হাদিছ নির্ব্বিবাদে দলিল হইবে, যখন মোয়াত্তা ও বয়হকি বর্ণিত ছাহাবাদের বিশ রাকায়াত তারাবিহ পড়ার হাদিছ

ও হজরত এবনে আব্বাছের (রাঃ) হাদিছের পৃষ্ঠপোষক হইতেছে, তখন উক্ত হাদিছের জন্য দলীল হইবে না? অবশ্য মোয়াত্তার এক ছনদে ছাহাবাদের ২০ রাকায়াত তারাবিহ পড়িবার কথাও আছে। এমাম বয়হকি উহার তাৎপর্য্য এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ছাহাবাগণ প্রথম তাহাজ্জদের ন্যায় ৮ রাকায়াত তারাবিহ পড়িয়াছিলেন, তৎপরে যখন তাহারা অবগত হইলেন যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ রমজান শরিফের রাত্রে আরও বেশী নামাজ পড়িতেন, তখন হইতে তাহারা বিশ রাকায়াত তারাবিহ ও তিন রাকায়াত বেতের পড়িতে লাগিলেন। ইহার প্রতি তাঁহাদের এজমা হইয়া গিয়াছে এবং এই এজমার কারণে পরবর্ত্তী লোকদের পক্ষে এই বিশ রাকায়াত তারাবিহ পড়াও আবশ্যক হইয়াছে।

আরকানে-আরবায়া ;—

ومواظبة الصحابة على عشرين قرينة صحة هذه واية☆

ছাবাগণ বিশ রাকায়াত তারাবিহ পড়িতেন, ইহাতে হজরত এবনে আব্বাছ (রাজিঃ) বর্ণাত, জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) বিশ রাকায়াত তারাবিহ পড়িবার হাদিছের ছহিহ হওয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

শাহ ছাহেব উক্ত ফাতাওয়ার ১২০/১২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

ইমাম মালেক হইতে রমজান শরিফে বেতের ভিন্ন ৩৬ রাকায়াত নামাজ পড়িবার কথা বর্ণিত হইয়াছে ; ইতিহাস পাঠ করিলে ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ বুঝা যায় যে, মক্কা বাসীগণ প্রত্যেক চারি রাকায়াত অন্তে সাত কদম তওয়াফ (কাবা শরিফ প্রদক্ষিণ) করিতেন, কেবল শেষ চারি রাকায়াতে তাওয়াফ করিতেন না। মদিনা বাসীগণের পক্ষে তওয়াফ করা সম্ভবপর ছিল না, কাজেই তাঁহারা শেষ চারি রাকায়াত ভিন্ন প্রত্যেক চারি রাকয়াত অন্তে চারি চারি রাকয়াত নফল পড়িতেন, এই কারণে বিশ রাকয়াত তারাবিহ ও ১৬ রাকায়াত নফল একুনে ৩৬ রাকয়াত নামাজ হইল।

মৌলবী আব্বাছ আলি ছাহেব মাছায়েলে-জরুরিয়ার ১০৯ পৃষ্ঠায় এবনে হাব্বান ও এবনে খোজায়মা হইতে যে আট রাকয়াত তারাবিহ নামাজের হাদিছ আনিয়াছেন, মৌলানা শাহ আবদুল আজিজ (কদঃ) ছাহেবের উপরোক্ত ফাতাওয়া অনুযায়ী উহা ছহি নহে। দ্বিতীয় এই যে, উহা তাহাজ্জদ নামাজের

বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তারাবিহ নামাজের ব্যবস্থা নহে। তৃতীয় এই যে, যদি স্বীকার করা যায় যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) আট রাকয়াত তারাবিহ পড়িতেন এবং ছাহাবাগণ এক মতে বিশ রাকায়াত তারাবিহ পড়িতেন, তাহা হইলেও আমরা মজহাবালম্বিগণ বিশ রাতয়াত তারাবিহ পড়িয়া জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) তরিকা ও ছাহাবাগণের তরিকা উভয়টি অবলম্বন করিয়াছি। জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) ফেরকার হাদিছে বলিয়াছেন,—

ما انا عليه اصحابى ☆

"ঐ ফেরকা বেহেশতী হইবেন—যাহারা আমার ও আমার ছাহাবাদের তরিকা অবলম্বন করিবেন।" মোহাম্মাদিগণ ত্রিশ রাত্রে তারাবিহ পড়িয়া ও বিশ রাকয়াত তারাবিহ না পড়িয়া ছাহাবাদের কতক তরিকা মান্য করিলেন, ও কতক তরিকা অমান্য করিয়া বেহেশতী ফেরকা হইতে বাহির হইয়া গেলেন কি না? ইহাই বিচার সাপেক্ষ। চতুর্থ এই যে, যদি মোহাম্মাদিগণ স্বীকার করেন যে, ছাহাবাগণ জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) কোন হাদিছের সংবাদ পাইয়া বিশ রাকয়াত তারাবিহ পড়িয়াছিলেন, তবে তাঁহারা জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) ছুন্নত ত্যাগ করিতেছেন। আর যদি বলেন যে, ছাহাবাগণ কেয়াছি মতে বিশ রাকয়াত তারাবিহ পড়িতেন, তবে মোহাম্মাদিদিগকে কেয়াছ শরিয়তের একটি দলিল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

মৃতদের পক্ষে জীবিতদের ছওয়াব রেছানী ফলদায়ক ও জায়েজ হইবার দলীল।

মেশকাত, ২৬ পৃষ্ঠা ঃ—

عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلعم الى سعد بن معاذ حين ـ توفى فلما صلى عليه رسول الله صلعم و وضع فى قبره وسرى عليه سبح رسول الله صلعم فسبحنا طويلا ثم كبر فكبرنا فقيد يا رسول الله لم سبحت ثم كبرت قال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عنه رواه احمد ☆

এমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন,—

"হজরত জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন ;—

আমরা জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) সঙ্গে হজরত ছায়া'দ বেনে মোয়াজের নিকট তাঁহার মৃত্যুকালে গমন করিয়াছিলাম। যে সময় জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) তাঁহার জানাজা পড়িলেন এবং তাহাকে দফন করা হইল, তিনি তছবিহ পড়িতে লাগিলেন এবং আমরাও অনেক ক্ষণ তছবিহ পড়িতে লাগিলাম। তৎপরে তিনি তকবির পড়িতে লাগিলেন এবং আমরাও তকবির পড়িতে লাগিলাম। ইহাতে কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি জন্য তছবিহ,—তৎপরে তকবির পড়িলেন? তদুত্তরে হজরত বলিলেন, এই সৎ ব্যক্তির উপর গোর সঙ্কুচিত হইয়াছিল, এমন কি (আমার তছবিহ ও তকবির পড়ায়) খোদা তায়ালা উহা প্রসারিত করিয়াছেন।"

পাঠক, এই হাদিছে প্রমাণিত হইল যে, জীবিতদের তছবিহ ও কলেমা পড়ায় মৃতদের উপকার হইতে পারে।

ছহিহ মোছলেম ১১০ পৃষ্ঠা ঃ—

كـلـما كان ليلتها من رسول الله صلعم يخرج من اخر الليل الى البقيع فيقول اللهم اغفر لا هل بقيع العرقد☆

হজরত আএশা (রাঃ) বলিয়াছেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) যে কোন সময় আমার গৃহে রাত্রি যাপন করিতেন, সে রাত্রে 'বকি' নামক গোরস্থানে গমন করিয়া তথাকার মৃতদের জন্য দোয়া করিতেন।

মেশকাত, ৩২ পৃষ্ঠা ঃ—

عـن ابـى هـريـرـة قـال قـال رسول الله صلعم اذا مات الانسان انـقـطـع عنه عمله الا من ثلثة الامن صدقة جارية اوعلم ينتفع به او ولد يد عو له رواه مسلم ☆

এমাম মোছলেম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

"হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) জনাব (হজরত) নবি করিম (ছাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, মানুষের যে সময় মৃত্যু হয়, তাহার সমস্ত কাজ তখন শেষ হইয়া যায়, কেবল তিনটি কাজ স্থায়ী থাকে, কোন স্থায়ী দান (ছদকা জারিয়া), কোন এলম যাহার দ্বারা অন্য লোক ফলবান হয়, কিম্বা কোন সৎ পুত্র যে তাহার জন্য দোয়া করে।"

মেশকাত, ২০৫/২০৬ পৃষ্ঠা ঃ—

عى ابى هريرة قال قال رسول الله صلعم ان الله عزوجل ليرفع الـدرجة لنعيد الشالح فى الجنة فيقول يا رب انى لى هذه فيقول باستغفار ولدك لك رواه احمد ☆

এমাম আহহদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, নিশ্চয় খোদাতায়ালা বেহেশতের মধ্যে সাধু লোককে

উচ্চপদ দান করিবেন। ইহাতে তিনি বলিবেন, হে আমার প্রতিপালক, আমি এই উচ্চপদ কোথা হইতে পাইলাম? তদুত্তরে খোদাতায়ালা বলিবেন, তোমার পুত্র তোমার গোনাহ মার্জ্জনার জন্য দোয়া করিয়াছিল ; সেই হেতু তুমি এই উচ্চপদ পাইয়াছ।

মেশকাতের ২০৬ পৃষ্ঠায় বয়হকি হইতে বর্ণিত আছে,—

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلعم ماالميت فى العبر الا كا لغريق المتغوث ينتظر دعوة تعحقه من اب او ام او اخ او صديق فاذا لحقته كان احب اليه من الدنيا وما فيها وان الله تعالى ليدخل على اهل القبور من دعاء اهل الارض امثال الجبال وان هدية الاحياء الى الامرات الاستغفار لهم رواه البيهقى ☆

মৃত ব্যক্তি গোরের মধ্যে বিশালসমুদ্র গর্ভে নিমর্জ্জিত উদ্ধারপ্রার্থী ব্যক্তির ন্যায়, পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও বন্ধুর দোয়ার অপেক্ষা করে। যদি তার নিকট (তাঁহাদের) দোয়া পৌঁছে, তবে উহা তাহার পক্ষে জগৎ ও জগতের সমস্ত বস্তু হইতে বেশী প্রীতিজনক হয়। নিশ্চয় খোদাতায়ালা জমি বাসী (অর্থাৎ জীবিত) লোকদের দোয়ার জন্য গোরবাসীদের প্রতি পর্ব্বত তুল্য রহমত নাজেল করেন নিশ্চয় জীবিত লোক সকল মৃতদের জন্য গোনাহ মার্জ্জনার দোয়া করিলে, তাহাদের নিকট উহা উপঢৌকন (তোহফা) স্বরূপ পৌঁছিয়া থাকে।" উপরোক্ত কয়েকটি হাদিছে প্রমাণিত হইল যে, জীবিতদের দোয়ায় মৃতদের উপকার হইয়া থাকে।

মেশকাত, ১৬৯ পৃষ্ঠা ঃ—

عن سعد بن عبادة قال قال رسول الله ان لم سعد مانت فاى اصدقة افضل قال الماء فحفر بئرا وقال هذه لام سعد☆

হজরত ছায়াদ, জনাব হজরত রছুল করিম (ছাঃ) কে জিজ্ঞাসা

করিয়াছিলেন, নিশ্চয় আমার মাতা মৃতুমুখে পতিত হইয়াছেন, এক্ষণে কোন বস্তুর দান (ছদকা) বেশী ফল দায়ক হইবে? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, পানি। সেই হেতু হজরত ছায়াদ (রাঃ) একটি কুয়া খনন করিয়া বলিয়াছিলেন, "ইহা আমার মাতার জন্য (ছদকা করিলাম)।" এমাম আবু দাউদ ও নেছায়ী এই হাদিছটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মেশকাতের ১৭২ পৃষ্ঠায় ছহি বোখারি ও মোছলেম হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

عـن عائشة قالت ان رجلاقال النبى صلعم ان امى افتتلت نفسها واظنها لو تكلمت تصدقت فهل اجر ان تصدقت عنها قال نعم ☆

হজরত আএশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

নিশ্চয় এক ব্যক্তি জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, অবশ্য আমার মাতা অকস্মাৎ মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছেন, বোধ করি, যদি তিনি কথা বলিতে পারিতেন, তবে কিছু দান করিয়া যাইতেন। এক্ষণে যদি আমি তাঁহার পক্ষ হইতে কিছু দান করি, তবে তিনি ফল পাইবেন কি না? জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিলেন, অবশ্য ফল পাইবেন। উপরোক্ত হাদিছ দ্বয় হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, জীবিত লোক মৃতদের উপকারার্থে লিল্লাহ তায়ামদারি বা কোন প্রকার দান (খয়রাত) করিলে, মৃত ব্যক্তিগণ তাহার ফল পাইয়া থাকেন।

মেশকাত, ১২৮ পৃষ্ঠা ঃ—

عـن جـابـر قـال ذبح النبى صلعم يوم الذبح كبشين (الى) اللهم هذا عنى وعمن لـم يضح من امتى ☆

আবু দাউদ, তেরমেজি, আহমদ, এবনে মাজা ও দারমি হজরত জাবেরের (রাঃ) ছনদে বর্ণনা করিয়াছেন, "জনাব নবি করিম (ছাঃ) কোরবানীর দিবসে দুইটি ছাগ কোরবানী করিয়া বলিয়াছিলেন,, হে খোদাতায়ালা, ইহা আমার পক্ষ হইতে এবং আমার উক্ত উম্মতের পক্ষ হইতে যাহারা কোরবানী

না করিয়াছেন।"

এই হাদিসে প্রমাণিত হইতেছে যে, জীবিত লোক মৃতদের পক্ষ হইতে কোরবানী করিলে, মৃত ব্যক্তিরা তাহার ফল পাইয়া থাকেন।

মেশকাত, ১৪১ পৃষ্ঠা :—

قال رسول الله صلعم اقرارا سورة يس على موتاكم

আবুদাউদ, আহমদ ও এবনে মাজা বর্ণনা করিয়াছেন, "জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা মৃতদিগের উপর ছুরা ইয়াছিন পাঠ কর।

মেশকাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা :—

عن عبدالله بن عمر قال سمعت النبى صلعم يقول اذا مات احدكم فلا تحبسوه واسرعوا به الى قبره وليقرا عند رآسه فاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمة البقرة رواه البيهقى ☆

এমাম বয়হকি বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত এবনে ওমার (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি যে, যে সময় তোমাদের মধ্যে কেহ মৃত্যু মুখে পতিত হয়, তোমরা তাহাকে দফন করিতে বিলম্ব করিও না, (বরং) সত্বর তাহাকে কবরে প্রোথিত (দফন) কর এবং তাহার শিরোদেশের নিকট ছুরা বাকারের প্রথম কয়েক আয়ত ও পদদেশের নিকট উক্ত ছুরার শেষ কয়েক আয়াত পাঠ কর।"

দারকুৎনি,—

قال رسول الله صلعم من مرعلى المقابر واقرا قل هوالله احد احدى عشرمرة ثم اوهب اجرها للاموات اعطى من الاجر بعدد الاموات☆

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি গোরস্থানে

পৌঁছিয়া ১১ বার ছুরা এখলাছ পাঠ করতঃ উহার ছওয়াব (ফল) মৃতদের জন্য দান করিলে, মৃতেরা সকলেই সমান ফল পাইবেন।

মিছরি ছাপা ছহি বোখারী, ১ম খণ্ড ৩৩ পৃষ্ঠা ঃ—

عن ابن عباس قال مرالنبى صلعم بقبر بن فقال انها ليعذبان ما يعذبان فى كبير احدهما فكان لا يستتر من البول واماالاخر فكان يمشى بالنميمة ثم اخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرزفى كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لم فعلت قال لعله يخفف عنهما مالم ييبسا☆

হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) দুইটি কবরের নিকট গমন করিয়া বলিয়াছিলেন। নিশ্চয় কবরবাসী এই দুইটি লোক শাস্তি ভোগ করিতেছেন, কিন্তু এরূপ গোনাহ করার জন্য শাস্তি ভোগ করিতেছেন যে, উহা ত্যাগ করা তাহাদের পক্ষে কঠিন ছিল না। উহাদের মধ্যে এক জন প্রস্রাব হইতে পরিচ্ছন্ন থাকিত না। দ্বিতীয় চোগলখুরি (পরছিদ্র অন্বেষণ) করিয়া বেড়াইত। তৎপরে তিনি বৃক্ষের একটি শাখা লইয়া দুই অংশে ভাঙ্গিয়া এক একটি এক এক কবরে স্থাপন করিলেন, ছাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রছুলুল্লাহ, আপনি কিজন্য এইরূপ করিলেন? তিনি তদুত্তরে বলিলেন, বোধ হয়, ঐ শাখা দুইটি যতক্ষণ শুকাইয়া না যায়, ততক্ষণ উহাদের শাস্তি কম হইতে থাকিবে।

এমাম জালালুদ্দিন ছিউতি 'শরহোছ-ছদুরে'র ২১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

قال القرطبى استدل بعض علمائنا على نفع الميت بالقرات عند القبر بحديث العسيب الذى شقه النبى صلعم باثنين ووغرسه وقال لعله يخفف عنهما مالم ييبسا قال الخطابى هذا عند اهل

العلم محمول على ان الاشياء مادامت على خلقتها او خضرتها وطراوتها فانها تسبح حتى تجب رطوبتها اوتحول خضرتها او تقطع عن اصلها قال غير الخطابى فاذا خفف عنهما بتسبيح الجريد فكيف بقراة المومن القرآن ☆

এমাম কোরতুবি বলিয়াছেন, কোন কোন আলেম বলিয়াছেন, কবরের নিকট কোরাণ পড়িলে যে মৃত ব্যক্তির উপকার হইয়া থাকে, উপরোক্ত হাদিছই ইহার যথেষ্ট দলিল। ইমাম খাত্তাবী বলিয়াছেন উপরোক্ত হাদিছের মর্ম্ম এই যে, যাবতীয় বস্তু যতক্ষণ শুকাইয়া না যায় বা কাটিয়া ফেলা না হয়, ততক্ষম তছবিহ পড়িতে থাকে, অন্যান্য আলেম বলিয়াছেন, যখন বৃক্ষের শাখার তছবিহ পাঠে উক্ত মৃত দুইটির শাস্তির (আজাবের) লাঘব হইল, তখন ইমানদারের কোরাণ পাঠের মৃতদের শাস্তির লাঘব কি জন্য হইবে না?

উক্ত কেতাব, ২১০ পৃষ্ঠা ঃ—

এমাম খাল্লাল বর্ণনা করিয়াছেন, যে সময় কোন আনছারী (মদিনাবাসী) সাহাবা পরলোক প্রাপ্ত হইতেন, আনছারী ছাহাবাগণ তাঁহার কবরের নিকট পৌঁছিয়া তাঁহার উপকারার্থে কোরাণ পাঠ করিতেন। এমাম আবুল কাসেম বর্ণনা করিয়াছেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি গোরস্থানে গিয়া ছুরা ফাতেহা, ছুরা এখলাছ ও ছুরা তাকাছোর পড়িয়া উহার ছওয়াব গোরবাসী ইমানদার পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের জন্য দান করে, তাঁহারা খোদার নিকট উক্ত ব্যক্তির জন্য শাফায়াত করেন। এমাম আবদুল আজিজ বর্ণনা করিয়াছেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কবরস্থানে গমণ করিয়া ছুরা ইয়াছিন পাঠ করে, খোদাতায়ালা উক্ত গোরস্থানের মৃতদের শাস্তি লাঘব করেন এবং তাহারা সকলেই সমান নেকী পাইয়া থাকেন। এমাম কাজি আবু বকর বর্ণনা করিয়াছেন, হাম্মাদ মক্কি বলিয়াছেন, আমি এক রাত্রে মক্কা শরিফের গোরস্থানের নিকট পৌঁছিয়া মস্তককে একটি কবরের উপর রাখিয়া নিদ্রিত হইলাম, তৎপরে গোরবাসিদিগকে দলে দলে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কেয়ামত কি উপস্থিত হইয়াছে? তাঁহারা বলিলেন, এখনও হয় নাই, কিন্তু আমাদের ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে একজন ছুরা এখলাছ পড়িয়া উহার ছওয়াব আমাদিগকে দান

করিয়াছেন, সেই হেতু আমরা অদ্য এক বৎসর হইতে উহার নেকী অংশ করিয়া লইতেছি।

উক্ত কেতাব, ২০৯ পৃষ্ঠা ঃ—

এমাম কোরতবি বলিয়াছেন, শেখ এজ্জদ্দিন ফৎওয়া দিতেন যে, জীবিতদের কোরাণ পাঠের ছওয়াব মৃতেরা পাইয়া থাকেন না, তাঁহার কোন শিষ্য তাঁহার মৃত্যুর পর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি বলিতেন যে, মৃতেরা জীবিতদের কোরাণ পাঠের ছওয়াব পাইয়া থাকেন না, কিন্তু এখন আপনি কিরূপ দেখিতেছেন! তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আমি পৃথিবীতে ঐরূপ ফৎওয়া দিতাম বটে, কিন্তু এক্ষণে উক্ত মত ত্যাগ করিয়াছি, কেননা দেখিতেছি যে, খোদা তায়ালার অনুগ্রহে জীবিতদের কোরান পাঠের ছওয়াব মৃতরা পাইয়া থাকেন। মোহাম্মাদিদের প্রধান নেতা মৌলবী ছিদ্দিক হাছান ছাহেব মেছকোল-খেতামের দ্বিতীয় খণ্ডে (২৯৪ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন ঃ—

وجماعتی ازاهل سنت وحنفیه بان رفته اند که میوسد انسان راگردانیدن ثواب عمل خود برائے غیر صلوة یاموم یاحج یاصدقة یا قرات قرآن یا ذکر وهرچه از انواع قرب باشد درشبل گفته هذا القول هوالارجح دلیلا☆

একদল হাদিছজ্ঞ, বিদ্বান ও হানিফিগণ বলেন, মানুষ নিজের নামাজ, রোজা, হজ্জ, ছদকা, কোরান পাঠ, জেকের ও অন্যান্য নেকির ছওয়াব অপরকে দান করিতে পারেন। ছোবল গ্রন্থে লিখিত আছে যে, উপরোক্ত মতই দলীল সঙ্গত। পাঠক, উপরোক্ত দলীল সমূহে প্রমাণিত হইল যে, মৃতদের উপকারার্থে কোলখানি ও কলেমাখানি জায়েজ আছে এবং উহাতে মৃতেরা ফল পাইয়া থাকেন, কিন্তু মুনশী ছেরাজদ্দিন ছাহেব ছেরাজোল-ইসলামের ৬১/৬২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, কোলখানি ও কলেমাখানি বেদাত কাজ এবং উহাতে মৃতেরা কিছুই ছওয়াব পাইতে পারেন না। মুনশী ছাহেব এস্থলে হাদিছ শরিফ ও তাঁহাদের নেতাদের মত ত্যাগ করিয়াছেন।

পুরুষ ও স্ত্রীলোকের কাফনের মস্‌লা

এমাম আজম (রঃ) বলিয়াছেন, পুরুষের কাফন তিন বস্ত্রে দেওয়া ছুন্নত—দুইটি চাদর (লেফাফা ও ইজার) ও একটি পিরহান।

ছহি বোখারি ও মোছলেম ঃ—

عن عائشة ام المومنين ان رسول الله صلعم كفن فى ثلثة اثواب يمانية سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة

হজরত আএশা ছিদ্দিকা (রাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কে তিন খণ্ড কার্পাস বস্ত্রে কাফন দেওয়া হইয়াছিল ; উক্ত বস্ত্রগুলি ইমন প্রদেশের ছহুল নামক স্থানে নির্মিত ছিল এবং উক্ত কাফনের মধ্যে পিরহান বা পাগড়ী ছিল না।

ছহি আবুদাউদ, দ্বিতীয় খণ্ড ৯৩ পৃষ্ঠা ঃ—

عن ابن عباس قال كفن رسول الله صلعم فى ثلاثة اثواب بحرانية الحلة ثوبان وقميصه الذى مات فيه ☆

হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কে তিন খণ্ড 'বাহরাএন' দেশের বস্ত্রে কাফন দেওয়া হইয়াছিল, দুইটি চাদর (লেফাফা ও ইজার) ও একটি পিরহান। উক্ত চাদর দুইটি কে হোল্লা বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

এমাম নবাবি ও আল্লামা জয়লয়ি লিখিয়াছেন ঃ—

قال ابو عبيدالحلة ازارورداء ولاتكون الحلة الامن ثوبين ☆

"আবু ওবাএদ বলিয়াছেন, উপরোক্ত হোল্লা শব্দের অর্শ ইজার ও চাদর এই দুইটি কাপড়।"

আরববাসীগণ দুই খণ্ড কাপড় ব্যবহার করিয়া থাকেন, মুলে উহা দুইট চাদর, কিন্তু এক খণ্ডকে চাদর (লেফাফা), অপর খণ্ডকে ইজার নামে আখ্যায়িত করেন।

পাঠক, হজরত আএশার (রাঃ) হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে যে, জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) কাফনে তিন খণ্ড কাপড় ছিল, উহাতে পিরহান ছিল না। আর হজরত এবনে আব্বাছের (রাঃ) হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহার কাফনে পিরাহন ছিল, এরূপ বিপরীত ভাব দেখিয়া এমাম নাবাবি বলিয়াছেন, এই হাদিছটির এক জন রাবি এজিদ বেনে আবি জিয়াদ জইফ এবং ইহা হজরত আএশার (রাঃ) হাদিছের বিরোধী, কাজেই হাদিছটি ছহি নহে।

আল্লামা জয়লয়ি 'নাছবোর-রায়া'র ২০৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

قال الشيخ يزيد بن ابى زياد معدود فى اهل الصديق قال ابوالحسرة هوجيد الحديث وذكر مسلم فى مقدمة كتابه صنفا فقال فيهم ان الستر والصدق وتعاطى العلم يشملهم كعطاء بن السائب ويزيد ابن ابى زياد ☆

"শেখ তকিউদ্দিন বলিয়াছেন, এজিদ বেনে আবি জিয়াদ সত্য পরায়ণ আলেম ছিলেন। এমাম আবুল হাছ্রা বলিয়াছেন, এজিদ হাদিছের বিশ্বাস ভাজন আলেম ছিলেন। এমাম মোছলেম এজিদ কে সত্যবাদী, নির্দ্দোষ ও বিদ্বান বলিয়াছেন।" ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, হজরত এবনে আব্বাছের (রাঃ) হাদিছটিও ছহি।

এবনে আদি 'কামেল' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

قال كفن النبى صلعم فى ثلثة اثواب قميص وازار ولفافة ☆

হজরত জাবের বেনে ছোমরা বলেন, জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) কাফনে তিন খণ্ড বস্ত্র ছিল,—পিরহান, ইজার ও লেফাফা।

এমাম মোহাম্মদ 'কেতাবুল-আছারে' লিখিয়াছেন,—

عن ابراهيم النخعى ان النبى صلعم كفن فى حلة يمانية قميص والحلة ثوبان ازار ورداء ☆

এমাম এবরাহিম নখয়ী বলিয়াছেন,

জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) কাফন তিন খণ্ড কাপড় দেওয়া হইয়াছিল,—পিরহান, লেফাফা ও ইজার। এই হাদিছটি মোরছাল ; কিন্তু ছহি আবুদাউদ ও এবনে আদির মোছলেম হাদিছের সহায়তায় নিশ্চয় ছহি হইবে।

মছনদ আবদুর রাজ্জাক ;—

عن الحسن كفن النبى صلعم فى ثلثة اثواب قميص وازارولفافة

এমাম হাছান বাছরি বলিয়াছেন, জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) কাফন তিন বস্ত্রে দেওয়া হইয়াছিল, পিরহান ও দুই চাদর (লেফাফা ও ইজার)।

আল্লামা বাহরুল উলুম 'আরকান-আরবায়ার' ২৮৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

وفعل المراد بالقميص المنفى الذى يلبسه الاحيا وهوالذى به دخريص وكم ونحوه لا مطلق القميص والا فالثوب الثالث هوفلا يعارض حديث ابراهيم المرسل لانه محمول على القميص ابى لاكم فيه ولا دخريص.

হজরত আএশা (রাঃ) বলিয়াছেন, জনাব নবি করিমের (সাঃ) কাফনে পিরাহন ছিল না, ইহার অর্থ এই যে, জীবিত লোকের মত আস্তিনধারী পিরহান ছিল না। হজরত এবনে আব্বাছ, জাবের, এবরাহিম নাখয়ী ও হাছান বাছরি বলিয়াছেন যে, তাঁহার কাফনে পিরহান ছিল ; ইহার অর্থ এই যে, তাঁহাকে বিনা আস্তিনের পিরহান দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, হজরত আএশা (রাঃ) ও এবনে আব্বাছের (রাঃ) হাদিস

দ্বয়ের মধ্যে কোন বিরোধভাব রহিল না।

ছহি বোখারি ও মোছলেম ;—

عن جابر قال اتى رسول الله صلعم عبدالله بن ابى بعد ما ادخل حفرته فامربه فاخرج فرضعه على ركبته فنفث فيه من ريقه والبسه قميصه ☆

হজরত জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন, আবদুল্লা বেনে ওবাইকে কবরের মধ্যে দফন করা হইয়াছিল, এমতাবস্থায় জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে গোর হইতে উঠাইবার হুকুম করিলেন, তৎপরে তাঁহাকে দুই জানুর উপর বসাইয়া তাহার গাত্রে থুতু দিলেন এবং তাহাকে আপন পিরহান পরিধান করাইয়াছিলেন।"

এই হাদিছে কাফনে পিরহান দেওয়া ছুন্নত সাব্যস্ত হইল। পাঠক, উপরোক্ত হাদিছ সমূহের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, হজরত আএশা (রাঃ) মতে তিন চাদর জনাব নবি করিমের (ছাঃ) কাফনে দেওয়া হইয়াছিল। আর হজরত এবনে আব্বাছ, জাবের প্রভৃতির মতে দুই চাদর ও এক পিরহান তাঁহার কাফনে দেওয়া হইয়াছিল। সেই হেতু এমাম তেরমেজি ছহি তেরমেজির ১১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

قال سفيان الثورى يكفن الرجل فى ثلثة اثواب فن شئت فى قميص ولفافتين وان شئت فى ثلث لفائف ☆

এমাম ছুফিয়ান ছওরি বলিয়াছেন, পুরুষ লোকের কাফন তিন কাপড়ে দেওয়া যাইবে,—যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে তিন খণ্ড চাদর কাফন দিতে পার, আর যদি ইচ্ছা কর, তবে দুইটি চাদর ও একটি পিরহানে কাফন দিতে পার।" পাঠক, জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) কাফনে জীবিত লোকের ন্যায় তহবন্দ ছিল না, ইহার প্রমাণ কোন ছহি হাদিছে নাই, কিন্তু মৌলবী আব্বাছ আলি ছাহেব মাছায়েলে জরুরিয়ার ১৪৪ পৃষ্ঠায় ছহি বোখারী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, পুরুষ লোকের কাফনে জীবিত লোকের ন্যায় তহবন্দ দিতে হইবে, কিন্তু ছহি বোখারীতে এইরূপ হাদিছ নাই।

আশা করি, তিনি ছহি বোখারি হইতে ইহার প্রমাণ দর্শাইয়া তাঁহার অনুগত লোকদিগকে বাধিত করিবেন। নচেৎ তাঁহার জাল করা সকলেই জানিতে পারিবেন।

এমাম আজম (রঃ) বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকের কাফন পাঁচ খণ্ড বস্ত্রে দেওয়া ছুন্নত, দুইটি চাদর (লেফাফা ও ইজার), একটি পিরহান, একটি মুইবন্দ ও ছিনাবন্দ।

ছহি আবুদাউদ, দ্বিতীয় খণ্ড, ৯৪ পৃষ্ঠা ঃ—

ان ليلى بنت فائق قالت كنت فيمن غسل لم كلثوم ابنة رسول الله صلعم فكان اول ماعطانا الحقاء ثم الدرع ثم الخمار وثم الملحفة ثم ادرجت بعد فى الثوب الاخر☆

নিশ্চয় ফাএকের কন্যা লায়লা বলিয়াছেন, জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) কন্যা উম্মে কুলছুমকে যাহারা গোছল দিয়াছিলেন, আমিও তাহাদের মধ্যে একজন ছিলাম, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) আমাদিগকে প্রথমে ইজার, তৎপরে পিরহান, তৎপরে তহবন্দ তৎপরে লেফাফা দিয়াছিলেন, তৎপরে আর একখণ্ড কাপড় পরিবেষ্টন করা হইয়াছিল।" পাঠক, ইজার ও লেফাফা দুই খণ্ড চাদর এবং পরিবেষ্টিত কাপড় খণ্ড ছিনাবন্দ ছিল।

ছহি বোখারী (মিছরী ছাপা), ১৪০ পৃষ্ঠা ঃ—

قالت فلما فرغنا القى الينا حقوه فقال اشعرفها اياه (الى) وزعم ان الاشعار الففنها فيه وكذالك كان ابن سيرين يامر بالمراة ان تشعر ولاتوزر☆

হজরত উম্মে আতিয়া (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা যে সময় জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) কন্যার গোছল দেওয়া সমাধা করিলাম, তিনি আমাদের নিকট তাঁহার ইজারটি সমর্পন করিয়া বলিলেন, ইহা তাঁহার নীচের চাদর করিয়া দাও। এমাম আইউব ধারণা করিয়াছেন, তিনি চাদরটি লেফাফা

রূপে পরিণত করিতে বলিয়াছিলেন। এইরূপ এমাম এবনে ছিরিন স্ত্রীলোকের জন্য ইজারকে নীচের চাদর রূপে পরিণত করিতে বলিতেন ও জীবিত লোকের তহবন্দের ন্যায় ব্যবহার করিতে নিষেধ করিতেন।

ছহি নেছায়ী, ২৬৭ পৃষ্ঠা ঃ—

قـال قـلـت مـاقـولـه اشعرفها اياه اتوزربه قال لا اراه الا ان يقول الففنها فية ☆

আইউব বলেন, আমি এবনে ছিরিনকে বলিলাম, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) তাঁহার কন্যার কাফনে আপন ইজার দিয়া উহা নিচের চাদর করিতে বলিয়াছিলেন, উহা কি তহবন্দ ভাবে ব্যবহার করিতে বলিয়াছিলেন? তদুত্তরে এবনে ছিরিন বলিলেন, আমার বিশ্বাস, উহা লেফাফা করিয়া দিতে বলিয়াছিলেন।

আরকান-আরবায়া, ২৮৯ পৃষ্ঠা ঃ—

ليـس فـى الـحديث مايدل على كون الازار من الحقوبل ببجوران يكون حقا رسول الله صلعم كبيرا من فرن ابيته الى القدم ☆

উক্ত হাদিছে বুঝা যায় না যে, জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) জীবিত লোকের তহবন্দের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়াছিল, বরং বিরোধ সম্ভব যে, তাঁহার ইজারটি তাঁহার কন্যার মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত লম্বা ছিল। (কাজেই উহা লেফাফা রূপে পরিণত হইয়াছিল)। পাঠক ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, ছহি আবু দাউদ ও বোখারিতেও ইজারের কথা আছে, উহাও একটি চাদর ছিল। মৌলবী আব্বাছ আলি ছাহেব মাছায়েলে জরুরিয়ার ১৪৪ পৃষ্ঠায় স্ত্রীলোকের কাফন সম্বন্ধে যে আবুদাউদের হাদিছের অনুবাদ করিয়াছেন, উহাতে তিনি পিরহানের কথা উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু উক্ত হাদিছে পিরহানের কথা বর্ণিত আছে। আর তিনি লিখিয়াছেন যে, এক খণ্ড কাপড় দুই জানু ও পাছা আবৃত করিবে, ইহাও উক্ত হাদিছে নাই। আর ছহি বোখারিতে হাছান বাছরি হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক খণ্ড কাপড়ে

দুই জানু ও পাছা আবৃত করিতে হইবে, কিন্তু ইহা হাদিছ নহে, ছাহাবাদের মত নহে, বরং একজন তাবিয়ির মত। আরও আল্লামা আয়নি লিখিয়াছেন وهو الظاهر انه غير صحيح কথাটির কোন ছনদ নাই, অতএব উহাও ছহি নহে।" মূল কথা এই যে, এইরূপ একখণ্ড কাপড় দিবার প্রমাণ কোনই ছহি হাদিছে নাই।

তৎপরে উক্ত হাদিছে খেমার শব্দ বর্ণিত আছে, যাহা দ্বারা মস্তকের কেশ, কর্ণ ইত্যাদি আবৃত করা হয়, উহাকে খেমার বলে, সাধারণতঃ আমরা এস্থলে উহাকে মুইবন্দ বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকি। উক্ত মৌলবী ছাহেব এই খেমারের কথা উল্লেখ করেন নাই, কেবল খেরকার কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু খেরকার অর্থ প্রকাশ করেন নাই ; অতএব উক্ত মৌলবী সাহেব হাদিছ অনুবাদ করিতে ভ্রম করিয়াছেন বা স্বেচ্ছায় এইরূপ হাদিছের অন্য প্রকার জাল অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

হেদায়া কেতাবে বর্ণিত আছে ঃ—

والازار من القرن الى القدم واللفافة كذلك والقميص من اصل العنق ☆

ইজার মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত লম্বা, ঐরূপ লেফাফা আপাদ মস্তক লম্বা, পিরহান গ্রীবাদেশ হইতে পা পর্য্যন্ত লম্বা হওয়া চাই। হাফিদের সমস্ত কেতাবে এইরূপ বর্ণিত আছে।

জানাজা নামাজে চারি তকবির পড়িবার ও পাঁচ তকবির মনছুখ হইবার দলীল

মিছরি ছাপা ছহি বোখারি, ১ম খণ্ড ১৪৭ পৃষ্ঠা ঃ—

التكبير على الجنازة اربعا ـ عن ابى هريرة ؓ ان رسول الله صلعم نعى النجاشى فى اليوم الذى مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر عليه اربع تكبيرات☆

জানাজা নামাজে চারি বার তকবির পড়িতে হইবে। হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় যে দিবস নাজ্জশি (আবি-সিনিয়ার হাবশী বাদশাহ) মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) উহা অবগত হইয়া ছাহাবাগণের সঙ্গে নামাজ গাহের দিকে গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সহিত সারি বাঁধিয়া তার উপর চারি বার তকবির পড়িয়াছিলেন।

আরকান-আরবায়া, ২৯০ পৃষ্ঠা ঃ—

ولما كون الصلوة اربع تكبيرات فلا نعقاد الاجماع زمن امير المومنين عمر ؓ وكبر رسول الله صلعم اربع تكبيرات فى اخر صلوة صلاها☆

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) শেষ জানাজা নামাজে চারি বার তকবির পড়িয়াছিলেন এবং হজরত ওমারের (রাঃ) খেলাফত কালে চারি তকবিরের উপর ছাহাবাদের এজমা (একমত) হইয়াছিল। সেই হেতু জানাজা নামাজে কেবল চারি তকবির পড়া স্থির সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

মোহাম্মদী মৌলবি ছাহেবের প্রশ্ন

মৌলবি আব্বাছ আলি ছাহেব 'মাছায়েলে জরুরিয়ার' ১৫০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, জানাজা নামাজে পাঁচ তকবির পড়া জায়েজ হইবে।

হানাফিদের উত্তর

ছহি মোছলেমের টীকা, ৩১৩ পৃষ্ঠা ঃ—

هذا الحديث عند العلماء منسوخ دل الاجماع على نسخه وقد سبق ان ابن عبدالله البر وغيره فقلواالاجماع انه لا يكبر اليوم الااربعا☆

এমাম নাবাবি বলিয়াছিলেন, আলেমগণের মতে উক্ত হাদিছ মনছুখ হইয়াছে, চারি তকবিরের প্রতি আলেমগণের এজমা হইয়াছে, ইহাতেই উহার মনছুখ হওয়া প্রমাণিত হয়। ইতিপূর্বে এজমা হইয়াছে যে, এমাম এবনে আবদুল বার প্রভৃতি বিদ্বানগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, উপস্থিত সময়ে জানাজা নামাজে চারি তকবিরের বেশী পড়া জায়েজ নহে, ইহার প্রতি এজমা হইয়াছে।

ছহি মোছলেমের টিকা, ৩০৯ পৃষ্ঠা ঃ—

قال القاضى اختلف الارثار فى ذلك فجاء من رواية اين ابى خثيمة ان النبى صلعم كان يكبر اربعا وخمسا وستاوسبعا وثمانيا حتى مات النجاشى فكبر عليه اربعا وثبت على ذلك حتى توفى صلعم واختلفت الصحابة فى ذلك من ثلاث تكبيرات الى تسع (الى) قال ابن عبدالبروانعقدالاجماع بعد ذلك على اربع واجمع الفقهاء واهل الفتوىٰ بالامصار على اربع على ما جا فى الاحاديث الصحاح وما سوى ذلك عندهم شنود لايلتفت اليه

কাজি বলিয়াছেন, জানাজার তকবিরের সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে ; এবনে আবি খোছায়মার হাদিছে আছে যে, নিশ্চয় জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) চারি, পাঁচ, ছয়, সাত ও আট তকবির পর্য্যন্ত পড়িতেন, তৎপরে বাদশাহ নাজাশির মৃত্যুর পর তিনি চারি বার তকবির পড়িয়াছিলেন এবং তাহার এন্তেকাল অবধি এই অবস্থা ছিল। ছাহাবাগণও তিন হইতে নয় তকবির পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন ; এমাম এবনে আবদুল বার বলিয়াছেন, তৎপরে চারি তকবিরের প্রতি এজমা হইয়া গিয়াছে। ফকিহ ও ফৎওয়া দাতা আলেমগণ সমস্ত শহরে ছহি ছহি হাদিছ অনুসারে চারি তকবিরের উপর এজমা করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত অন্য মত গ্রাহ্য হইতে পারে না।

এমাম মোহাম্মদ 'কেতাবোল আছারের' ৮৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

عن ابراهيم ان الناس كانوا يصلون على الجنائز خمسا وستار واربعا حتى قبض النبى صلعم ثم كبروابعد ذلك فى ولاية ابى بكر الصديق حتى قبض ابوبكر ثم ولى عمر بن الخطاب قال انكم معشر اصحاب محمد صلعم متى ماتختلفون يختلف من بعدكم الناس حديث عهد بالجاهلية فاجمعواعلى شىء يجتمع عليه من بعدكم فاجتمع راى اصحاب محمد صلعم ان ينظروا آخر جنازة كبر عليها النبى صلعم حتى قبض فياخذون به ويرفضون به ماسوى ذلك فنظروا فوجدوآخر جنازة كبر عليها رسول الله صلعم اربعا☆

এমাম এবরাহিম বলিয়াছেন, ছাহাবাগণ জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) এন্তেকাল পর্য্যন্ত জানাজাতে চারি, পাঁচ ও ছয় তকবির পড়িতেন। তৎপরে তাঁহারা হজরতের এন্তেকালের পর হজরত আবুবকরের (রাঃ)

খেলাফত পর্য্যন্ত ঐরূপ তকবির পড়িতেন, তাঁহারা হজরত আবুবকরের (রাঃ) এন্তেকালের পরে হজরত ওমারের (রাঃ) খেলাফত কালে ঐরূপ করিতেন। সে সময় হজরত ওমার (রাঃ) তাঁহাদিগকে এরূপ করিতে দেখিলেন, ও সেই সময় তিনি বলিলেন, নিশ্চয় আপনারা হজরত নবি করিমের (ছাঃ) ছাহাবাগণ (সহচর) ; যদি আপনারা বিভিন্ন প্রকারের কাজ করেন, আপনাদের পরবর্ত্তী লোক ও বিভিন্ন মতাবলম্বী হইবেন, বিশেষতঃ লোক নূতন ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন (কাজেই তাহাদের পক্ষে ভিন্ন মত অনিষ্টকর হইতে পারে)। অতএব আপনারা জানাজার তকবির সম্বন্ধে একমত হউন, তাহা হইলে আপনাদের পরবর্ত্তী লোক একমত হইবেন। সকলেই একমতে বলিলেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) শেষ জানাজায় কয় তকবির পড়িয়া এন্তেকাল করিয়া ছিলেন, অনুসন্ধান করিয়া তাহাই গ্রহণ করিতে এবং অবশিষ্টগুলি ত্যাগ করিতে হইবে। তৎপরে ছাহাবাগণ অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, তিনি শেষ জানাজায় চারি বার তকবির পড়িয়াছিলেন।

মছনদ আহমদ ;—

عن ابی وائل قال جمع عمر الناس فاستشارهم فی التکبیر علی الجنازة فقال بعضهم کبر النبی صلعم سبعا وقال بعضهم خمسا وقال بعضهم اربعا فجمع عمر علی اربعا☆

"হজরত আবুওয়াএল বলিয়াছেন, হজরত ওমার (রাঃ) ছাহাবাগণকে সমবেত করিয়া জানাজার তকবির সম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায়, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) সাত বার তকবির পড়িয়াছিলেন, কেহ কেহ বলিলেন, তিনি পাঁচ বার তকবির পড়িয়াছিলেন, আর কোন কোন ছাহাবা বলিলেন, চারি বার তকবির পড়িয়াছিলেন, তৎপরে হজরত ওমার (রাঃ) ছাহাবাগণের একমত (এজমা মতে) জানাজায় চারি তকবির পড়া স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন।"

পাঠক, ছাহাবাদের এজমা অনুযায়ী জানাজায় চারি তকবির পড়া জায়েজ হইবে এবং পাঁচ তকবির পড়া জায়েজ হইবে না।

সমাপ্ত